Compiled design and circulated by: Dr. Atanu Nanda
Assistant professor, Dept. of Phy. Edu, Narajole Raj College

নেতৃত্ব (Leadership)

4.2 শারীর শিক্ষায় ভালো নেতৃত্বের গুণাবলী (Qualities of good leader in physical education)

বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় শারীর শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুযোগ্য নেতৃত্ব দান ক্ষমতা বিকাশ ঘটে |নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বিশেষ দক্ষতাকে সেই কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয় | যেমন -কোন প্রতিযোগিতায় দলকে পরিচালনার জন্য কিংবা দলের অনুশীলন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর উপর দেওয়া হয় | শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো নেতা বা নেত্রী হতে হলে তার কতগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন | নেতৃত্ব ওই সকল গুণের আচরণ মাত্র |নেতৃত্ব নেতার অনুশীলন দ্বারা অর্জিত আচরণ নয় | নেতার কতগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-

1. <u>জ্ঞানের উপস্থিতি :-</u> শারীর শিক্ষার নেতাকে খেলাধুলো,চিত্তবিনোদন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ওকি বহাল থাকতে হবে| শারীর শিক্ষা বিষয়ে যদি যথাযথ গভীর জ্ঞান না থাকে তাহলে তিনি শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারবেন না | শিক্ষার্থীগণ কে তিনি আকৃষ্ট করতে পারবেন না | শিক্ষার্থীরা নেতার আদেশ স্বাভাবিক ভাবে করে চলবে (জ্ঞানের উপস্থিতিতে) |

2. <u>দক্ষতা</u> :- নেতার শারীর শিক্ষার উপর শুধুমাত্র জ্ঞান থাকলে চলবে না, অনুশীলনমূলক ব্যাপারগুলি ও তার যথার্থ দক্ষতা ও কুশলতা থাকতে হবে |

3. <u>সহানুভূতিশীলতা</u> :- শারীর শিক্ষার নেতাকে হতে হবে সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যবান | প্রতিটি শিক্ষার্থীর সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে বিদ্যালয় প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বিচার-বিশ্লেষণ করে অত্যন্ত সহানুভূতিশীলতার সঙ্গে অধ্যবসায় প্রচেষ্টার দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা করার যোগ্যতা থাকতে হবে |

4. <u>সুপরিচালক</u> :-নেতাকে হতে হবে একজন সুপরিচালক ও সুসংগঠক |ভালো পরিচালন ও সংগঠন ব্যবস্থা সুস্থ হলে ভালো হলে শারীর শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় | লক্ষ্যভ্রষ্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থী অনীহা দেখা ও নেতাকে অনুসরণ করতে চায়না |

5. <u>ব্যক্তিত্বসম্পন্ন:-</u> নেতাকে হতে হবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন | ব্যক্তিত্ব শিক্ষার্থীদের সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে | নেতাকে অবশ্যই দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অধিকারী হতে হবে |

6. <u>চরিত্রবান</u> :- চরিত্রবান হওয়া নেতার অন্যতম যোগ্যতা |চারিত্রিক গঙ্গুলি এমন ভাবে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন যা সকলের আকর্ষণ করতে পারে |কোন কিছুতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা একান্ত দরকার | নেতার উদ্ভাবনী শক্তি সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা থাকা প্রয়োজন |

7. <u>বন্ধুসুলভ আচরণ</u>:- ভালো নেতা হলে প্রভুত্বের লোভ ত্যাগ করে বন্ধুসুলভ আচরণ স্বাভাবিক ভাবে অভ্যাস করতে হবে | অন্যথায় অনুগামী তাকে পরিহার করবে | অনুগামীদের নেতৃত্বে শিক্ষায় নিষ্ঠাবান করে তোলা ও নেতার কর্তব্য প্রধান কর্তব্য |

8. মানসিকতা:- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে | সে গুলির উপর যুক্তি যত যুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন | তার মধ্যে থাকবে মানসিক গুণাবলী |যেমন- নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, সহমর্মিতা, বন্ধুসুলভ আচরণ ইত্যাদি |

9. প্রক্ষোভিক বোধ:- নেতার ক্রোধ, লোভ, লালসা,ভয় প্রভৃতি প্রক্ষোভিক আচার-আচরণ সংহত করার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয় |

10. নিঃস্বার্থতা:- ভালো নেতা কে শারীর শিক্ষায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বহু স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে| তার কথাবার্তা,চালচলন ,পোশাক-পরিচ্ছদ, বাচনভঙ্গি ও দৃষ্টি মধুর হতে হবে | স্নেহ ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে নেতৃত্ব দিতে হবে |

11. নিরপেক্ষতা :-নেতার নিরপেক্ষতা দলের সাফল্য নির্ভর করে | তিনি কখনোই কোন সদস্য বা সদস্যদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবেন না| নিরপেক্ষতা সুদক্ষ নেতার অন্যতম প্রধান গুণ |

12. বিচক্ষণতা :- একজন নেতা যতোটুকু শোনেন তার অর্ধেক বিশ্বাস করেন | কিন্তু বিচক্ষণ নেতা জানে কতটা বিশ্বাস করতে হবে | বুদ্ধি বিচার বিচক্ষণতার দ্বারাই একজন নেতা পরিপূর্ণতা লাভ করে | তিনি যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে বিচক্ষণতার সাহায্যে বিশ্লেষণ করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন |

13. সমস্যার সমাধান :- একজন নেতার সাফল্য নির্ভর করে তার সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতার উপর| তিনি যেমন সত্যকে স্বীকার করতে বা বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেন, তেমনি সমস্যা থেকে পিছপা না হয়ে বড় বড় লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি কখনোই নিরাশ হয় না |

14. নিরাপত্তা দান :- সুদক্ষ ও উত্তম নেতা তার অনুগামী সমর্থকদের নিরাপত্তা দান করেন | একজন নেতা যদি নিজেই নিজের কৃতিত্ব দাবি করেন বা দলের সাফল্যের কৃতিত্ব সকলের মধ্যে বন্টন না করতে পারেন, তবে তিনি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হন | নেতা তার অনুগামীদের নিরাপত্তা দান করার মাধ্যমে তাদের আনুগত্য লাভ করতে পারেন |

15. সাহসিকতা :- একজন দক্ষ নেতার অন্যতম হলো তার সাহস | একজন নেতার সাহস তাকে দুঃসাহসিক কাজের অনুপ্রেরণা দান করে ,সাহসিকতা মনোভাব না থাকলে শারীর শিক্ষার অনেক কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দান করা সম্ভব নয় |

বর্তমানে বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় শারীর শিক্ষার উপযুক্ত নেতা পাওয়া বড়ই দুরহ ব্যাপার | শারীর শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া খুব একটা কষ্টকর না হলেও ভালো নেতা সচরাচর চোখে পড়ে না |নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার সাথে সাথেই তার মধ্যে দেখা যায় অহংকার বোধ | প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে | উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে," জন্মসূত্রে নেতা তৈরি হয় না | অনুশীলনের দ্বারা নেতাকে বিকশিত করা যায় "|